

# প্রতিদিন কতো খবর আসে কাগজের পাতা ভরে.. ..(৩)

## সাংবাদিক নির্যাতন একজন টিপু সুলতান থেকে মানিক সাহা

সদেয়া সূজন

মানুষ মানুষের জন্যে। মানুষ- মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করে, পশু হয়ে নয়। মানুষের হওয়া উচিত মানব ধর্মে বিশ্বাসী। সৎ ও সুন্দরের পূজারী। সব পেশাকেই সৎ ও সুন্দর ভাবে নেওয়া যায় যদি নিজে সৎ থাকা যায় তা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-সাংবাদিক কিংবা আমলাই হোন না কেন। যদিও এ সময়ে সততা ও সুন্দরের প্রকট অভাব রয়েছে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে। যারা বেশী অসততা ও অসুন্দর কাজ করবে তাদের দাপট এখন বেশী। তারপরেও কিছু মানুষ এখনও আছেন যাঁরা নিজেকে মানুষ আর মানবতার জন্যে বিলিয়ে দিচ্ছেন। মানিকদা ছিলেন মানবধর্মে বিশ্বাসী একজন সত্যিকারের মানুষ। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও সততা ও সত্য এবং সুন্দরের আদর্শে বিশ্বাসী কর্মী ছিলেন।

মাত্র কিছু সময়ের জন্য পরিচয় হয়েছিলো এমন একজন সাংবাদিকের সঙ্গে নাম মানিক সাহা। বাড়ি খুলনায়। ঘটনাটি ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি কিংবা ফেব্রুয়ারি হবে সম্ভবত। আমি তখন স্বপরিবারে ঢাকায়। আমি যে হোটেলে উঠেছি সেই হোটেলেই উঠেছিলেন সাংবাদিক মানিক সাহা। হোটেল রিসিপসন রুমের সামনেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো। আমার হাতে ছিল আমার সম্পাদনায় কানাডা থেকে প্রকাশিত ‘দেশদিগন্ত’র পুরো বছরের সংখ্যাগুলো, এগুলো নিয়ে যাচ্ছিলাম বাংলাদেশের খ্যাতিমান কবি লেখক এবং প্রকাশক সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালের আজিজ সুপার মার্কেটের অফিসে। দুলাল বলেছিলেন এগুলো বাইন্ডিং করিয়ে দিবেন। মানিকদা আমার হাত থেকে ম্যাগাজিনগুলো নিয়ে দ্রুত চোখ ভোলাতে লাগলেন আর বলেছিলেন ‘বেশ সুন্দরতো, আমার খুব ভালো লাগছে সেই কতদূরে বিদেশে বিঁড়িয়ে আপনারা এরকমের অসাধারণ পত্রিকা বের করছেন দেখে.. ..’ তিনি আমন্ত্রণ করেছিলেন খুলনায় যাওয়ার জন্য। মানিকদার কথা রাখতে পারিনি, কারণ দেশে অবস্থানকাল ছিলো খুব সম্পন্ন সময়ের। তাছাড়া তখনকার বিরোধী দল বিএনপির ডাকে প্রতি সাপ্তাহেই দু’তিন দিন হরতাল সংঘাত লেগেই থাকতো। ফলে নিজ এলাকার বাইরে একদিনও শান্তিতে থাকতে পারিনি। যাক, কানাডায় ফিরেও মানিকদার সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি জীবন আর জীবিকার তাগিতে, আর সত্যিকথা বলতে কী আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম মানিকদার কথা। গতকাল সন্ধ্যাসী বোমায় মানিকদার শরীর ছিল-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। পত্রিকায় সেই ছবি দেখে আংকে উঠেছিলাম, বিবিসি আর ভয়েস অব আমেরিকার এই বাঁভৎস সংবাদ শুনে বিশ্বাস করতে ভীষণ কষ্ট হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় খুলনা প্রেসক্লাবের সামনে পিসঢালা পথে মানিকদার রক্তাক্ত শরীর পড়ে থাকতে দেখে চিংকার দিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করেছিলো। না, না, তা হতে পারে না। তা অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্নের মত হলেও চরম দুঃখজনক আর নির্মম বেদনাদায়ক ঘটনাকে মেনে নিতে হয়েছিলো অপ্রতিরোধ্য অশ্রুজলের মধ্যে দিয়ে, একজন সৎ নিষ্ঠাবান কলমসৈনিকের ঘাতক হায়নার থাবায় অকাল প্রয়ানে বেদনার নীলভূমে এ প্রবাস থেকেও সহর্মিতায় শ্রদ্ধা ভালোবাসায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি।

আমরা জানি, বাংলাদেশের জন্যে সাংবাদিকতা একটি ভয়াবহ ঝুঁকিপূর্ণ পেশা। যুগ যুগ ধরে দেখে আসছি সাংবাদিকরা সব সময়ই সমাজবিরোধীদের টার্গেট। যদিও আগে ততোটা প্রকট ছিলো না, এখনতো বাংলাদেশ মানেই সন্ত্রাসের চারণভূমি। সন্ত্রাস-দুর্নীতি, ধর্মান্ধতা-সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মানিক সাহার লেখনী ছিলো স্বোচ্চার। সারা দেশে অপ্রতিরোধ্য অপরাধ আর নৈরাজ্যে ডুবে যাচ্ছে বলেই মানিক সাহার মতো সৎ সাংবাদিকরা তাঁদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দায়বদ্ধতা থেকেই লেখে যাচ্ছেন।

প্রসঙ্গত বলতে চাই, বিগত সরকারের আমলে ফেনীর জয়নাল হাজারী এমপি’র ক্যাডাররা পিটিয়ে মারাত্মক আহত করেছিলো ইউএনবি’র ফেনী প্রতিনিধি সাংবাদিক টিপু সুলতানকে। সে সংবাদ তাবৎ বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী মানুষতো জানেনই- জানেন বিদেশীরাও, বাংলাদেশের আর কোন সংবাদ মনে হয় এমনভাবে বহির্বিশ্বে প্রচার হয়নি। এটার কারনও রাজনীতির হীনমান্যতা। আর সত্যি কথা বলতে কি আওয়ামীলীগের অনেকটা ধ্বংস নেমেছে টিপু সুলতান নির্যাতন হবার কারণে। টিপু সুলতান কেমন সাংবাদিক ছিলেন এবং কতটুকু সৎ মনোভাবের ছিলেন তা আমি জানিনা। তবে শুনেছি জয়নাল হাজারী আর টিপু সুলতান এক সময় সুসম্পর্কও ছিল। এমন কী জয়নাল হাজারীর পত্রিকায়ও না-কি তিনি কিছুদিন কাজ করেছেন। সত্য-মিথ্যা কতটুকু তা জানিনা। এ কাহিনী মন্দিয়লে বসবাসকারী একজন ফেনীর প্রবীণ মুরব্বীর মুখ থেকে শুনেছিলাম। যেহেতু জয়নাল হাজারী ছিলেন আওয়ামীলীগের একজন এমপি ফলে সে ঘটনাকে এমনভাবে সারা বিশ্বে প্রচার করা হয়েছে যে, যেন এর পূর্বে এরকমের আর কোন ঘটনা কোন দিন হয়নি। টিপু সুলতান হাজারীর ক্যাডারদের হাতে আহত হবার পর আমি নিজেও একজন ক্ষুদ্র সংবাদপত্র কর্মী হিসেবে কষ্ট পেয়েছি, তার প্রতি মর্মবেদনায় ব্যথিত হয়েছি, তাঁর চিকিৎসার জন্য সাধ্যমত সহযোগিতাও করেছি। নির্যাতনকারীদের বিচার চেয়েছি। তারপরেও প্রশ্ন থেকে যায় টিপু সুলতানের ব্যাপারে সারা বিশ্বে যে ভাবে প্রচার হয়েছে বিশেষ করে রাজনৈতিক ধারার ডান আর বাম প্রহি বলে পরিচিত ব্যক্তিবর্গ, আর সব ক’টি পত্রিকা ই-মিডিয়া তা ভাবলে অবাক হতে হয়। বাংলাদেশের প্রথম আলো, ইত্তেফাক, যুগান্তর, ইনকেলাব, ডেইলি স্টার আর প্রবাসের পাঠকপ্রিয় ওয়েবসাইট ‘দৃষ্টিপাত’ টিপু সুলতানের ছবি ছাপিয়ে দিনের পর দিন চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য চেয়ে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সাংবাদিক নির্যাতনের করুণ কাহিনী ছাপিয়ে সারা বিশ্ব থেকে অর্থ ও জনমত সংগ্রহ করেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক যে, একই সময়ে জনকণ্ঠের ফরিদপুরের ব্যুরোচীফ প্রবীর শিকদার নামের আরো একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক নির্যাতিত হয়েছিলেন। একজন একান্তরের খুনি’র উপর একটি ধারাবাহিক যুগ্মপরাধের সত্য কাহিনী ছাপানোর অপরাধে এই কুখ্যাত রাজাকার কমান্ডার ৭১-এর ঘাতকের সন্ত্রাসী বাহিনী কতক মারাত্মক আহত হয়েছিলেন। সন্ত্রাসীরা প্রবীর শিকদারের সমস্ত শরীরটিকে ক্ষত-বিক্ষত করেছিল, হাত-পা ভেঙে দিয়েছিলো এবং তাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে সেদিন টিপু

সুলতানের মতো মুমূর্ষু প্রবীর শিকদারের চিকিৎসার জন্য তেমন কেউই এগিয়ে আসেননি, এমনকী বহির্বিশ্বে তা প্রচার করেননি, তৎকালীন প্রধান মন্ত্রীর সাহায্যার্থে সিজ্ঞাপুর পাঠানো হয়েছিল চিকিৎসার জন্য, তিনি আজ পা হারিয়ে পঞ্জু হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।



আমার দুঃখ এখানেই, কেউ কেউ সাংবাদিকতাকেও রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলকভাবে দেখছেন। কারন একই সময়ে টিপু সুলতান আর প্রবীর শিকদারের মারাত্মক আহত হয়েছিলেন একজন আওয়ামী লীগ নেতা আর অন্যজন একান্তরের খুনি রাজাকার কমান্ডার কতক কিন্তু দুভাগ্য যে, টিপু সুলতানের ব্যাপারে ডান-বাম সমর্থকরা এক হয়ে মায়া কান্না শুরু করলেন কিন্তু প্রবীর শিকদারের চিকিৎসার সাহায্যার্থে কেউ এগিয়ে আসেননি এমন কী ওয়েব সাইটে চিকিৎসার জন্য একটি বিজ্ঞাপনও দেননি মানবিক কারণে। সেদিনের নির্যাতিত এই দুই সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছিল বহির্বিশ্বের একটি বাংলা বেতার কেন্দ্রে, সেখানেও বার বার টিপু সুলতানের নির্যাতনকারীর নাম প্রকাশ করা হলো কিন্তু প্রবীর শিকদারের নির্যাতনকারী রাজাকার কমান্ডারের নাম একবারও প্রকাশ করা হয়নি। পাঠক, বুঝুন কী করে রাজাকারদেরকে বাঁচানো হচ্ছে দেশে-বিদেশে সবখানে সর্বস্তরে। কেন এমন বৈষম্যমূলক আচরণ। তাহলে আমি কি ভেবে নেবো সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িকতার মতো একটি কালো ও জঘন্য মনোভাব বিস্তার হচ্ছে।

বিএনপি জামাত জোট ক্ষমতা গ্রহণের পর সারাদেশে সাংবাদিকদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন নিপীড়ন বেড়েই চলছে। একের পর এক সাংবাদিককে হত্যা করা হচ্ছে। সৎ সাংবাদিকের কলম চিরতরে স্তম্ভ করে দেওয়ার জন্যই ঘাতকরা সাংবাদিক হত্যায় মেতেছে। যশোরের প্রখ্যাত সাংবাদিক শামসুর রহমান হত্যার আসামী যেখানে মন্ত্রীত্ব নিয়ে বহাল তবিয়তে আছেন সেখানে সাংবাদিক নির্যাতন বাড়বেনাতো কমবে কি? হাওয়া ভবনের যুবরাজ তারেক রহমান সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে সুকৌশলে হুমকি আর হুংকার দিচ্ছেন ইমিডিয়ায় সেন্সর করার ষড়যন্ত্র করছেন।

ভয়ভীতি উপেক্ষা করে সত্য প্রকাশে সাহসী হওয়া মানেই মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া। সরকারের সকল হুমকি ও রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেও বাংলাদেশের অধিকাংশ সাংবাদিকরা কাজ করে যাচ্ছেন। দেশে চলমান অত্যাচার-নির্যাতন থেকে সাংবাদিকরাও রেহাই পাচ্ছেন না। খুলনার সাংবাদিক মানিক সাহা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। জোট সরকারের মাত্র আড়াই বছরেই ৭শ' দেশী-বিদেশী সাংবাদিককে নির্যাতন করা হয়েছে। হত্যা করা হয়েছে ৫ সাংবাদিককে। যক্ষ্মলের সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা আরও বেশি। তারা এলাকায় টিকতে পারছেন না। সম্প্রতি ঝালকাঠীতে প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশে প্রেসক্লাবে হামলা চালানো হয়েছে। এই ঘটনার বিচার তো দূরের কথা, উল্টো ১০ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা করে তাদেরকে এলাকা ছাড়া করা হয়েছে। সাতক্ষীরার ১২ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। রাজশাহীর সিটি মেয়রের স্ত্রী স্থানীয় পত্রিকা প্রভাতের অফিস দখল করে নিয়েছে। বগুড়ায় সাংবাদিকদের জন্য বরাদ্দকৃত জায়গা সরকারি দলের ক্যাডাররা দখল করে নিয়েছে। বগুড়ার অস্ত্র চোরচালানোর ঘটনায় স্থানীয় লোকজনের বক্তব্য প্রচারের কারণে বেসরকারি দু'টি প্রাইভেট চ্যানেলের সাংবাদিকদের হুমকি দেয়া হয়েছে। তাদের অফিসে পুলিশ পাঠিয়ে হয়রানি করা হয়েছে।

স্বাধীনতা বিরোধী সরকার তাদের অত্যাচার নির্যাতন যাতে বহির্বিশ্বে প্রচার না হয় সেজন্যে বর্তমান সরকার একুশে টেলিভিশন জবরদস্তি করে বন্ধ করে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের সাংবাদিক সাইমন ডিংসহ বিদেশী সাংবাদিকদেরকে নির্যাতন করা হয়েছে, বের করে দেওয়া হয়েছে দেশ থেকে। এই সরকারের আমলে এনামুল হক ও সেলিম সামাদকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে অত্যাচার চালানো হয়েছে। কুষ্টিয়ায় এক মন্ত্রী পুত্র সাংবাদিকের আঙুল কেটে নিয়েছে। ঝালকাঠির সাংবাদিকরা নির্যাতিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কনভেনশন করে মুখে ও হাতে কাপড় বেঁধে সারাদিন ব্যাপী প্রতিবাদ জানিয়েছেন সন্ত্রাসী মন্ত্রী আর ক্যাডারদের বিরুদ্ধে, সাংবাদিকরা উৎপীড়কের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়াটা অবশ্য বর্তমান ক্ষমতাসীন মহলের জন্য দুরূহ ব্যাপার। কারণ যারা ব্যবস্থা নেবেন তাদেরই দু-চারজন প্রভাবশালী ব্যক্তি আসামির কাঠগড়ায়। ঝালকাঠির সাংবাদিকরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে ১০ ডিসেম্বর আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন, 'আমরা আপনার নিকট প্রতিকার ও আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রার্থনা করছি।' ঝালকাঠির সাংবাদিকদের নির্যাতন শেষ হতে না হতেই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাংবাদিকতার দিকপাল মানিক সাহাকে বোমা মেরে অত্যন্ত বরবরোচিতভাবে হত্যা করা হয়। হত্যা, নিপীড়ন, নারী নির্যাতন, সংখ্যালঘু নির্যাতন, কিংবা মৌলবাদী আর জাতীয়তাবাদী ক্যাডার সন্ত্রাসীর হাতে প্রতিদিন যত মানুষই মরুক-নির্যাতিত হোক তা পত্রিকায় ছাপানো যাবে না, ছাপালেই হুমকি-নির্যাতন নয়তো মৃত্যু। আমার জানামতে শুধু খুলনায়ই এবার ৭জন সাংবাদিক খুন হয়েছেন কিন্তু এই

হত্যাকারীদের কোনদিন কোন বিচারতো হয়নিই বরং সরকার দলীয়ভাবে তাদের ক্ষমতা আরো বেড়েছে। রাজশাহী আর বগুরাসহ দেশের বিভিন্নস্থানে সাংবাদিকদেও ওপর মৃত্যুপরোয়ানা নেমে আসছে।

সারা দেশের সাংবাদিকদেরকে যদি জিজ্ঞাস করা হয় কেমন আছেন এই প্রশ্নের উত্তর একটাই- না, ভাল নেই। শাসক দল নিজেদের ক্যাডারদের কেন সংযত করছেন না বোঝা যাচ্ছে না। সাংবাদিক নির্যাতন করে কি প্রকৃত সত্য আড়াল করা যাবে? যশোরের রানার পত্রিকা সম্পাদক সহিদুল ইসলাম মুকুল যশোরের শামসুর রহমান ১২জন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। খুলনার দৈনিক পূর্বাঞ্চলের স্টাফ রিপোর্টার নিখিল ভদ্রকে বাগেরহাট জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলী রেজা বাবু প্রকাশ্য সমাবেশে হত্যার হুমকি দিয়েছেন। এ ঘটনার পর সাংবাদিক নিখিল ভদ্র নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যখন দেশের আইন-শংখলার ব্যাপক অবনতি ঘটে এবং সাংবাদিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এসব অপরাধজনিত সংবাদ পরিবেশন করে থাকেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকরা ক্যাডার এবং প্রশাসনের টার্গেটে পরিণত হন। সম্প্রতি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে এ ধরনের এক পরিহ্রিতর সৃষ্টি হয়েছে। গত ২ জানুয়ারি শুব্রবার বরিশাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে দক্ষিণাঞ্চলের সাংবাদিকদের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কনভেনশনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী এবং আইন প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমরকে দক্ষিণাঞ্চলের স্বাধীন সাংবাদিকতার শত্রু। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে দশ বছরে ১২ সাংবাদিক নিহত এবং ১০ হত্যাকাণ্ডের এখনও বিচার হয়নি বলে তথ্যানুসন্ধানী একটি সংবাদ যুগান্ত ওে প্রকাশিত হয়েছিল যা পড়ে যেকোন পাঠক মর্মাহত হবেন। পাঠকদের জন্য তুলে ধরলাম ‘দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গত দশ বছরে ১২ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে দশজনের হত্যার এখনও বিচার হয়নি। সর্বশেষ গতকাল সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় দৈনিক সংবাদ ও বিবিসির সাংবাদিক মানিক সাহা নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। এ অঞ্চলের সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের মাত্রা বেড়েই চলেছে। হত্যা, মিথ্যা মামলা, মারধর ও হুমকিতে সাংবাদিকরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে নিহত ১২ সাংবাদিকের মধ্যে দু’জনের হত্যার বিচার হয়েছে। এর মধ্যে ’৯৪ সালে নিহত যশোরের দৈনিক স্মৃতিপত্র সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী হত্যা মামলায় তিনজনের ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং দৈনিক রানারের সাংবাদিক ফারুক হোসেন হত্যা মামলায় চারজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। ১৯৯৬ সালের ১৯ জুন সাতক্ষীরার দৈনিক পত্রদূত সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা স ম আলীউদ্দিন সন্ত্রাসীদের গুলিতে তার অফিসে নিহত হন। এ মামলায় সিআইডি’র চার্জশিটভুক্ত ১০ আসামির অধিকাংশই জামিনে আছে।



**বাঁ থেকে-নাটোরে বিএনপির ক্যাডারদের হাতে আহত জনকণ্ঠের সাংবাদিক জিএম ইকবাল হাসান, ক্যাডারদের ভয়ে কোন ডাক্তার না আসায় সাংবাদিকরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিচ্ছেন, ব্যাল্ডেজ বাঁধা ইকবাল হাসান**

**-জনকণ্ঠ**

১৯৯৮ সালের ১৬ জুলাই ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিমকে সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করে। বিগত ৫ বছরেও বিচারকাজ শেষ হয়নি। একই বছর ১২ জুন চুয়াডাঙ্গার দিনবদলের কাগজ অফিস থেকে ওই পত্রিকার সাংবাদিক বজলুর রহমানকে চরমপন্থীরা অপহরণ কর। তার সন্ধান এখনও মেলেনি। ওই বছরের ৩০ আগস্ট দৈনিক রানার সম্পাদক সাইফুল ইসলাম মুকুল খুন হন। আইনি জটিলতায় বিচারকাজ সম্পূর্ণ হয়নি। ২০০০ সালের ১৫ জানুয়ারি চরমপন্থীদের গুলিতে ঝিনাইদহ থেকে প্রকাশিত দৈনিক বীরদর্পণ এপ্রিলে চারজনকে আসামি করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয়। চার্জশিটে কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে বাদ দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ওয়েছে। একই বছরের ১৬ জুলাই যশোরে জনকণ্ঠের বিশেষ প্রতিনিধি নির্ভীক সাংবাদিক শামছুর রহমানকে হত্যা করা হয়। এখনও এ হত্যা মামলার বিচার শেষ হয়নি। প্রধান আসামি পলাতক এবং চার্জশিটভুক্ত কয়েকজন জামিনে আছে। মামলাটি বিচারাধীন ওয়েছে। ২০০১ সালের ২২ এপ্রিল খুলনার ডুমুরিয়ায় দৈনিক অনিবার্ণের সাংবাদিক নহর আলী খুন হন। এ মামলার অধিকাংশ আসামি পলাতক ও মামলাটি বিচারাধীন ওয়েছে। ২০০২ সালের ২ মার্চ খুলনার দৈনিক পূর্বাঞ্চলের সিনিয়র সাংবাদিক হারুন অর রশীদ খোকন সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন। হত্যাকারী ও তাদের গডফাদাররা রয়েছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। ২০০২ সালের ৫ জুলাই দৈনিক অনিবার্ণের ডুমুরিয়া প্রতিনিধি শুবুর হোসেনকে সন্ত্রাসীরা বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় তার পরিবারের কেউ বাদী হয়ে মামলা করতে সাহস পাননি। পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করলেও অপহৃত শুবুর উদ্ধার হয়নি এবং অপহরণকারীরাও রয়েছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার না হওয়ায় সন্ত্রাসী-চরমপন্থীরা সাংবাদিক নির্যাতনে আরও উৎসাহী হচ্ছে।



সাংবাদিকরা মিথ্যা মামলার শিকার হচ্ছেন। মাদক ও অস্ত্র ব্যবসা, চোরাচালান, নারী-শিশু পাচার, চরমপন্থী দলের কর্মকাণ্ড সহ অপরাধ-দুর্নীতির বিষয়ে রিপোর্ট করতে গিয়েই সাংবাদিকরা বেশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।

যাহোক আমার লেখাটা মানিকদার ওপরে, খুলনা প্রেসক্লাবের সামনে পেশাগত কাজ শেষে বাসায় ফেরার পথে প্রেসক্লাব থেকে মাত্র ৩০০গজ দূরে ঘাতকরা তাঁর সঙ্গে কথা আছে বলে রিক্সা থেকে নামিয়ে মাথায় বোমা হামলা করে হত্যা করে। এটা সারা দেশবাসীর জন্যে ছিলো কতো নির্মম নিষ্ঠুর ঘটনা। মানিকদা ছিলেন বহুমুখি প্রতিবার অধিকারী একজন সং-নিষ্ঠাবান-নির্ভীক সাংবাদিক, একজন আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী, একাধারে দৈনিক সংবাদ, দৈনিক নিউএজ এবং বিবিসির খ্যাতনামা সাংবাদিক, লেখক, মুক্তিযোদ্ধা, সংস্কৃতিক কর্মী, প্রাবন্ধিক, পরিবেশবাদী এবং মানবাধিকার কর্মী। যিনি খুলনার একটি দ্রাবিড় পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর হৃদয় ও মানসিকতা ছিলো অত্যন্ত রীচ। যিনি সারা জীবন শুধু দিয়েই গেছেন দেশ ও জাতির জন্যে। নেননি কিছুই। যে দ্রাবিড়তার মধ্যে তাঁর জন্ম হয়েছিলো সেই দ্রাবিড়তার মধ্যে দিয়েই ঘাতক সন্ত্রাসী বোমায় নৃশংসভাবে নিহত হয়েছেন। যিনি নিজের ঘর অশ্রুকার রেখেও মানব সেবায় সমাজের ঘর আলোকিত করেছেন। তিনি ছিলেন ধন দৌলতা মোহ, লোভ লালসার উর্ধে একজন সং-নিষ্ঠাবান সাধারণ মানুষের সাংবাদিক। মানিক সাহার মতো একজন সত্যিকারের সং নিষ্ঠাবান নির্ভীক সাংবাদিকের নির্মম হত্যা লিলা সারা দেশবাসীকে কাঁদিয়েছে, স্তম্ভ করে দিয়েছে সুশীল সমাজকে, স্তম্ভিত বাংলার মানুষ। মানিক সাহার মৃত্যুতে শুধু দেশে নয় বহির্বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে তীব্র পতিক্রিয়া আর সমবেদনা। সমবেদনায় ব্যথিত হচ্ছে বিশ্বের সাংবাদিক আর সুশীল সমাজ।

মানিক সাহার ওপর সন্ত্রাসীদের নৃশংস বোমা হামলা করে হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে নিজে একজন ক্ষুদ্রে সংবাদপত্রকর্মী হিসেবে তাঁর প্রতি মর্মবেদনায় হৃদয়ের উজ্জ্বল করা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাচ্ছি, মানিক সাহা শুধু একজন সং সাংবাদিকই নন, তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাও ছিলেন, দেশ ও মাটির প্রতিটি কণা মিশে আছে সেই সাংবাদিকের শরীরের রক্তে রক্তে।

আমি আরো বিশ্বাস করি মানিক সাহার মতো একজন সং সাংবাদিকের ওপর এমন প্রকাশ্য দিবালোকে বোমা হামলায় এবং তাঁর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহ দেখে আমি একজন সাংবাদিক হিসেবে সহমর্মিতায় আবেগে ও মর্মবেদনায় শোকের মাতমে পীড়িত হচ্ছি। এই নির্মম মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে সারা বিশ্বে আমার মতো হাজার মানুষ ক্ষোভে-দুঃখে, স্তম্ভিত।

মানিক সাহা আমার রক্তের সম্পর্কের কেউ নন, তবে তারচেয়েও প্রিয় স্বজন, অগ্রজ সাংবাদিক, আত্মার আত্মীয়। আমি শোকাহত, স্তম্ভিত, বিপর্যস্ত।

দাবি উঠেছে নির্ভীক সাংবাদিক মানিক সাহাকে যে রাস্তায় হত্যা করা হয়েছে সেই রাস্তার নাম মানিক সাহা করার জন্য খুলনার প্রগতিশীল মানুষ আর তাঁর সহকর্মী সাংবাদিকরা দাবী করেছেন, হয়তোবা মানিক সাহার নামে রাস্তার নামকরণও হবে, কিন্তু আমার কথা হলো তা কতদিন ঠিকে থাকবে? যে দেশের জনকের নাম মুছে ফেলা হচ্ছে, যেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সংগঠক তাজ উদ্দিনের নাম মুছে ফেলা হচ্ছে, যেখানে দুর্গাপুরের নাম হয়ে যায় দর্গাপুর, যেখানে নারায়নগঞ্জের নাম পাল্টিয়ে রসুলগঞ্জ করার দাবী উঠে সেখানে মানিক সাহারা ক'দিন টিকে থাকতে পারবেন?

আমি জানিনা মানিক সাহা হত্যার বিচার হবে কি-না। তবে বাংলাদেশের ধারাবাহিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে বলতে পারি মানিক সাহা হত্যার বিচার হওয়াতো অলীক স্বপ্নের মতো।

পরিশেষে বলতে চাই মানিকদাকে আমরা ক'দিন কিংবা ক'মাস মানসপটে রাখবো তাঁর জন্যে কষ্টে দুঃখ প্রকাশ করবো তারপরে এক এক করে সব ভুলে যাবো, হয়তো রাজপথে পড়ে থাকবে ঘাতক বোমার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত আরো কতো মানিক সাহার লাশ, একদিন তাও সবাই ভুলে যাবে, ভুলবে না শুধু মানিক সাহার অকাল বধ্য জীবনধর্মীনা ডাঃ নন্দা সাহা, আদরের দুলালী নাতাশা আর পারমিতা সাহা, সারাজীবন স্মৃতি তাড়া করে বেড়াবে এক আকাশ কষ্ট নিয়ে জীবন কাটাতে হবে। তাদেরকে সারা জীবন সেই দুঃসহ স্মৃতিকে নিত্যসজ্জী করেই চলতে হবে। মানিক সাহার প্রতি আমার প্রানঢালা শ্রদ্ধা রেখে তাঁর অসহায় পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো ছাড়া এই দূর-বহুদূর থেকে আর কিছুই করার নেই। মানিকদা আপনি বেঁচে থাকুন সং সাংবাদিকতাকার প্রতিক হয়ে সংবাদপত্র আর সুশীল সমাজের হৃদয়ে হৃদয়ে।

সদেরা সুজন

ফ্রিল্যান্স সংবাদপত্র কর্মী

মন্ট্রিয়ল/ ৪.২.২০০৪

#####

ফোন. ৫১৪ ৯০১ ৮৪১৮

[deshdiganta@sympatico.ca](mailto:deshdiganta@sympatico.ca)